তারিখ 25 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

যুগান্তর

ইন্টার্ন চিকিৎসক সংকট

শেবাচিম হাসপাতালে সেবা ব্যাহত হওয়ার আশংকা

বরিশাল ব্যুরো

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের এক বছর ইন্টার্নশিপ শেষ হওয়ায় আগামী সাত দিন চিকিৎসক ছাড়াই চলবে এ হাসপাতাল। সোমবার থেকে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর একদিনও হাসপাতালে থাকতে নারাজ সদ্য শেষ হওয়া ৪১তম ব্যাচের ১৮০ ইন্টার্ন চিকিৎসক। ইন্টার্ন চিকিৎসকদের নতুন ব্যাচ আগামী ১ জুন যোগদান করবে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে ৫শ' শয্যার হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার তিনশ' থেকে এক হাজার পাঁচশ' রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। যাদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, প্রায় দু'শ ইন্টার্ন চিকিৎসক দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকছেন। নির্ধারিত সময় শেষ হলে তারা চলে যান এবং নতুন ব্যাচ যোগদান করে। এ বছর নতুন ব্যাচ যোগদানের ৭ দিন আগেই চলে যাচ্ছে পুরাতন ব্যাচ। ইন্টার্ন ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক ডা. মোসাদ্দেক বলেন, প্রতি বছর পুরাতন ব্যাচ যাওয়ার পূর্বে নতুন ব্যাচ যোগদান করে। কিন্তু এ বছরই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। যারা এমবিবিএস পাস করেছেন তাদের ফল দেরিতে দেয়ায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে হাসপাতাল পরিচালক ডা. এসএম সিরাজুল ইসলাম নিজে এ ৭ দিন ইন্টার্ন চিকিৎসকদের হাসপাতালে থাকার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কোনো ইন্টার্ন চিকিৎসকই রাজি হচ্ছেন না। তিনি বলেন, এক বছর যারা শিক্ষানবিস চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেছেন তারা প্রত্যেকেই ৪-৫ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। এজন্য এ ৭ দিন তাদের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করেন। ইন্টার্ন চিকিৎসকরা জানান, তাদের ব্যাচের কয়েকজন হয়তো অনুপস্থিত থাকতে পারেন, সবাই অনুপস্থিত ছিলেন না। তাই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই আসে না। হাসপাতাল পরিচালক বলেন, আরও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করার জন্য তাদের নোটিশ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্য থেকে অনিয়মিত ৫০ চিকিৎসক রাখা হয়েছে। ৫০ চিকিৎসক দিয়ে এত রোগীর সেবা কিভাবে সম্ভব, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সমস্যা হবে না, সামলে নেব। তবে অধিকাংশ ইন্টার্ন চিকিৎসক একদিনও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন না করার ব্যাপারে অনড়। ইন্টার্ন চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করার অপেক্ষায় শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের ৪২তম ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শেবাচিম হাসপাতালে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ব্যাচের ছাত্র ইমরান হোসেন বলেন, প্রশাসনিক জটিলতায় ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত তারিখে যোগদান করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যোগদানের কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। হাসপাতালের এত রোগীর চিকিৎসা নির্ভর করে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ওপর।

বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভাগীয় প্রধানরা হাসপাতালে এসে যার যার ওয়ার্ড ঘুরে চলে যান। বাকি চাপ ইন্টার্ন চিকিৎসকদেরই সামলাতে হয়। দিনে-রাতে রোগীদের ভরসা ইন্টার্ন চিকিৎসকরাই। এখন ১৮০ ইন্টার্ন চিকিৎসকের সবাই চলে যাওয়ায় হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হওয়ার আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা।